জুডিও খ্রীষ্টানিটি বনাম খ্রীষ্টানধর্ম

(নাজমা মোস্তফা)

বর্তমান সমাজে প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মটি অনেক পরে নিজের মত করে সাজানো। প্রথম অবস্থায় এটি সম্পূর্ণ অন্য ধাতে গড়া ছিল। ইদানিং যে কথাটি বেশ শোনা যাচ্ছে জুডিও খ্রীষ্টানিটির কথা, তা একদম মিথ্যে নয়। প্রথম শতাব্দীতে একদল ধর্মীয় গোষ্ঠী সেডুসীরা যীশুর এই পুনরুত্থান মানে নি। যীশু তার ভাষায় এভাবে বলেন, তোমরা ভুল করছো, কারণ তোমরা না জানো গ্রন্থের কথা না জানো গডকে (ম্যাথু ২২: ২৯)। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যনীয় যে, ইব্রাহিম যে গডের ঘনিষ্ট বন্ধু তাও বলা আছে বাইবেলে (ইসায়ী, ৪১: ৮)। জোহবা আমাদেরে নিশ্চিত করেন যে তিনি কখনোই পক্ষপাতিত্ব করেন না বা ঘুষও গ্রহণ করেন না (ডিউটোরনোমি ১০: ১৭)। তিনি সব ধরণের স্বার্থপরতা, এবং এ ধরণের কর্মকান্ড থেকে মুক্ত। প্রত্যেক জাতিতে যে মানুষই তাঁকে ভয় করবে এবং সঠিকভাবে কাজ করবে সেই স্বীকৃতি পাবে, তাকেই সঠিক অনুসারী মনে করা হবে (এক্টস ১০: ৩৪, ৩৫)। পশ্চিমা সমাজ আজ নানা রকম পাপে নিমজ্জিত। এককালে লুত নবীর সময়কার জনতারা যেভাবে যে সব পাপে নিমজ্জিত ছিল আজ এরাও সেই একই পাপে নিমজ্জিত। জোহবা অতীতে তাদের উপর সালফার ও অগ্নি বৃষ্টি দিয়েছিলেন (জেনেসিস ১৯: ২২-২৪)। এই সব ঘটনা পূর্ববর্তী সবকটি গ্রন্থে এসেছে এবং এসব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা বর্তমান। আগ্নেয় বিস্ফোরণে সুনির্দিষ্ট এসব সভ্যতা এভাবে ধ্বসে গেছে। এর সাথে যে কোন বিবেকবান এই স্বরচিত পোলের ধর্মগ্রন্থটি, যেটি বর্তমানে প্রচলিত এবং নিজের মত করে সাজানো একটু যাচাই বাছাই করে তুলনা করে দেখতে পারেন, কত হালকাভাবে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বেশীরভাগ খ্রীষ্টান তাদের এই প্রাণপ্রিয় পুরুষটিকে ভাবতে পারেন না যে এ কত বড় একটা ভ্রান্ত ব্যাক্তি। যে সাধুতার মুখে চুনকালি লেপেছে তারা তাকে উচ্ছাসের অতিশয্যে ডাকে 'সাধু পোল' । সত্যিকারের সাধু ব্যাক্তিটিকে যে ব্যাক্তি সম্পুর্ণরূপে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছে। বেশীর ভাগ খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন এ ব্যাক্তি একজন চাক্ষুষ ক্ষমতা হস্তান্তরিত ব্যাক্তি, যেন আরেক অবতার। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে, সেখানে একটি সংঘাত শুরু হয় জুডিও খ্রীষ্টানিটি এবং পাউলান (পোলের) খ্রীষ্টানিটির মধ্যে। যদিও জুডিও খ্রীষ্টানিটিই ছিল সঠিক ধারণার অনুসারী কিন্তু তারা টিকতে পারে নি এই নকল সাধুর কাছে। আসল সাধুর প্রস্থান হয় এবং নকল সাধু এভাবে সমাজে ঠাই করে নেয় নিজের মতো করে।

যীশু গত হবার পর, গুটি কয় শিষ্যের দলটি ইহুদীদের উপাসনালয়ে প্রার্থণা করতো এর সত্যিকারের অনুসারী হিসাবে। যখনই দেখা গেল অংশীবাদীদের নানান অনাচার এসে এখানে জড়ো হচ্ছে, ভিন্ন ধর্মের আচার সব যুক্ত হতে থাকে, সেটি প্রায় ৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে তারা তাদের সিলেবাস থেকে খত্না প্রথার বিলোপ করতে শুরু করে। জুডিও খ্রীষ্টানেরা অনেকেই এই দুপক্ষের দ্বন্দ্বের লড়াইতে জড়িয়ে পড়ে (এন্টিয়কের ঘটনা, ৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) জুডিও খ্রীষ্টানরা, এক কথায় তখনকার সম্ভ্রান্ত রাজঅনুগত ইহুদীরাও পোলকে চিহ্নিত করতে থাকেন একজন প্রতারক হিসাবে, তাদের দলিলে তিনি এই নামেই চিহ্নিত হয়ে আছেন, ৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে। সে সময় জুডিও খ্রীষ্টানিটি সমাজে এক উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিল এবং সে সময় পোলের কোন অস্তিত্বই ছিল না, একঘরে হয়ে ছিল তার মতবাদ। চার্চের প্রধান ছিলেন জেমস, যীশুর পরিবারের লোক। শুরুতে পিটার এবং জন ছিলেন জেমসএর সঙ্গী। সে সময় জেরুজালেমে যীশুর পরিবার জুডিও খ্রীষ্টান

চার্চের গুরুত্বপুর্ণ পদ দখল করে ছিলেন। (দ্যা বাইবেল, কোর'আন, এন্ড সাইন্স বাই মরিস বোকাইলী, জুডিও খ্রীষ্টানিটি এন্ড সেইন্ট পোল, পৃষ্ঠা- ৫৩, এডিশন ২০০১)।

প্রথম শতাব্দীতে চার্চ পরিচালিত হয় জুডিও খ্রীষ্টানদের অনুকরণে। প্রতিটি জায়গায়ই সেই সময়কালীন কাজের যীশু প্রবর্তিত নিয়ম নীতির উপর ভিত্তি করেই এ ধর্মীয় ধারণা গজাতে থাকে। পোলের সব চিঠিগুলো নানান বিতর্কের সৃষ্টি করতে থাকে যেমন গ্যালাসিয়া, করিন্থ, কোলোসি, রোম, এন্টিয়কে (ঐ, পৃষ্ঠা ৫১) এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ইথিওপিয়া এবং চেলডিয়াতে আজো নানান সেমেটিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় খ্রীষ্টান চার্চগুলোতে। (বাইবেল, কূর'আন, এন্ড সায়েন্স বাই মরিস বোকাইলী, জুডিও খ্রীষ্টানিটি এন্ড সেইন্ট পোল, পৃষ্ঠা- ৫৩)। খ্রীষ্টান ধর্মটি বর্তমানকার ইহুদী শাখা থেকেই বেরিয়ে আসা এক নদী মাত্র। এই ইহুদীরাই যীশুকে শুলে চড়িয়েছিল এই অপরাধে যে তিনি তাদের ধর্মের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন মনে করে, যদিও আবার এর সূত্র ধরে আজকাল রসালো সব বই বেরুচ্ছে যে 'হু কিলড্ জিসাস', ভাবখানা এ তো নিজেই মরেছে, আমরা মারবো কি? তোমাদের (খ্রীষ্টানদের) ত্রাণ করতে গিয়ে সে বেচারা নিজেই মরেছে। এটি এমন একটি বিষয় তারা করেছে যা সবযুগেই সব নবীর বেলায়ই এই ধারণা করা হয়েছে যেমন এককালে আরবে কূরাইশরাও করেছিল। তাদের ধারণায় ছিল যে নবী মোহাম্মদ এসেছেন তাদের ধর্মের বারোটা বাজাতে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো নবীরা কখনোই বারোটা বাজান না, বাজায় তার অনুসারীরা যারা নিজেকে মনে করে ধর্মের মালিক মোক্তার, তারাই সময়ে সময়ে এই কাজটা করেছে, ধর্মের বেলায়ই এটি এক কঠিন সত্য কথা।

এটি একটি সত্য তথ্য যে, বর্তমানকার খ্রীষ্টানেরা দেহের দিকে এক বিরাট শক্তি যদিও মনের দিকে মোটেও নয়। এটি তাদের এই বিরাট বপু নিয়ে এক বিশাল শূন্যের মাঝে দাঁড়ানো এক মিথ্যার উপস্থিতি মাত্র। যদি ইহুদীরা এর মাঝে এ দুয়ে এক সেতু তৈরী করতে চায় তবে একটি হতে পারে সবাই দল বেধে সেই শূন্যের দিকে ছুটতে পারে, সেটি কিন্তু মোটেও সত্য রাস্তা নয়, একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনা নয়। এই প্রধান তিনটি ধর্ম ইহুদী, খ্রীষ্টান, ও ইসলাম, গোড়াতে এরা এই একটি ধারণায় ভীষণ এক ছিল, সেটি তাদের একেশ্বরবাদীতা। পরবর্তীতে ওরা ক্রমশঃ দুরে সরে গেছে, এবং এভাবে এ সেতু তৈরীর কাজ এগিয়ে নিয়ে গেলে ধর্মের এ দুরত্ব তখন এখানের সবার বাড়তে থাকবে দিনে দিনে বহু গুণে।

৭মার্চ ২০০৫, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

naznoma@yahoo.com